রাজশাহী সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

হ্যান্ডনোট

শ্রেণীঃ নবম ও দশম

বিষয়ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা

অধ্যায়ঃ প্রথম (ইতিহাস পরিচিত)

জ্ঞানমুলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ইতিহাস শব্দের উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে?
উঃ 'ইতিহ' শব্দ থেকে

প্রঃ 'ইতিহ' শব্দের অর্থ কী?
উঃ ঐতিহ্য

প্রঃ 'ইতিহাস' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী?
উঃ ইতিহ+আস

প্রঃ 'History' শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?
উঃ 'Historia' শব্দ থেকে

প্রঃ 'Historia' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?
উঃ 'গ্রীক' ভাষার শব্দ

প্রঃ 'Historia' শব্দের অর্থ কী?
উঃ 'সত্যানুসন্ধান' বা 'গবেষণা'

প্রঃ 'Historia' শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন?
উঃ হেরোডোটাস

প্রঃ হেরোডোটাস সর্বপ্রথম কখন 'Historia' শব্দটি ব্যবহার করেন?
উঃ খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে

প্রঃ গ্রীক ও পারসিকদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে হেরোডোটাস যে গ্রন্থ লিখেন তার নাম কী?
উঃ 'Historia'

প্রঃ ইতিহাসের জনক কে?
উঃ গ্রীক দার্শনিক/ঐতিহাসিক 'হেরোডোটাস'

প্রঃ আধুনিক ইতিহাসের জনক কে?
উঃ জার্মান ঐতিহাসিক 'লিওপোল্ড ফন র‍্যাংকে'

প্রঃ বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক কে?
উঃ গ্রীক দার্শনিক/ঐতিহাসিক 'থুকিডাইডিস'

প্রঃ "প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিল তার অনুসন্ধান ও তার সত্য বিবরণই ইতিহাস"-উক্তিটি কার?
উঃ জার্মান ঐতিহাসিক 'লিওপোল্ড ফন র‍্যাংকে'র

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ইতিহাসের উপাদান কত প্রকার?
উঃ ২ প্রকার; যথাঃ ক) লিখিত উপাদান খ) অলিখিত উপাদান

প্রঃ 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থের লেখক কে?
উঃ কৌটিল্য

প্রঃ 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থের লেখক কে?
উঃ কলহন

প্রঃ 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থের লেখক কে?
উঃ মিনহাজ-উস-সিরাজ

প্রঃ 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের লেখক কে?
উঃ আবুল ফজল

প্রঃ ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং ও ইৎসিং কোন দেশের পরিব্রাজক ছিলেন?
উঃ চীন দেশের

প্রঃ ইবনে বতুতা কোথায় থেকে এসেছিলেন?
উঃ আফ্রিকা থেকে

প্রঃ লামা তারানাথ কোন দেশের লেখক/ঐতিহাসিক?
উঃ তিব্বতের

প্রঃ লামা তারানাথের লেখায় কোন রাজার ক্ষমতা লাভের বর্ণনা পাওয়া যায়?
উঃ পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠতা 'গোপালে'র

প্রঃ ইতিহাস প্রধানত কত প্রকার?
উঃ ২ প্রকার; যথাঃ ক) ভৌগোলিক অবস্থানগত ও খ) বিষয়বস্তুগত

প্রঃ ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে ইতিহাস কত প্রকার?
উঃ ৩ প্রকার; যথাঃ ক) স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাস খ) জাতীয় ইতিহাস ও ঘ) আন্তর্জাতিক ইতিহাস

প্রঃ বিষয়বস্তুগত ভাবে ইতিহাসকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
উঃ ৫ ভাগে; যথাঃ ক) রাজনৈতিক ইতিহাস খ) সামাজিক ইতিহাস গ) অর্থনৈতিক ইতিহাস ঘ) সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঙ) সাম্প্রতিক ইতিহাস

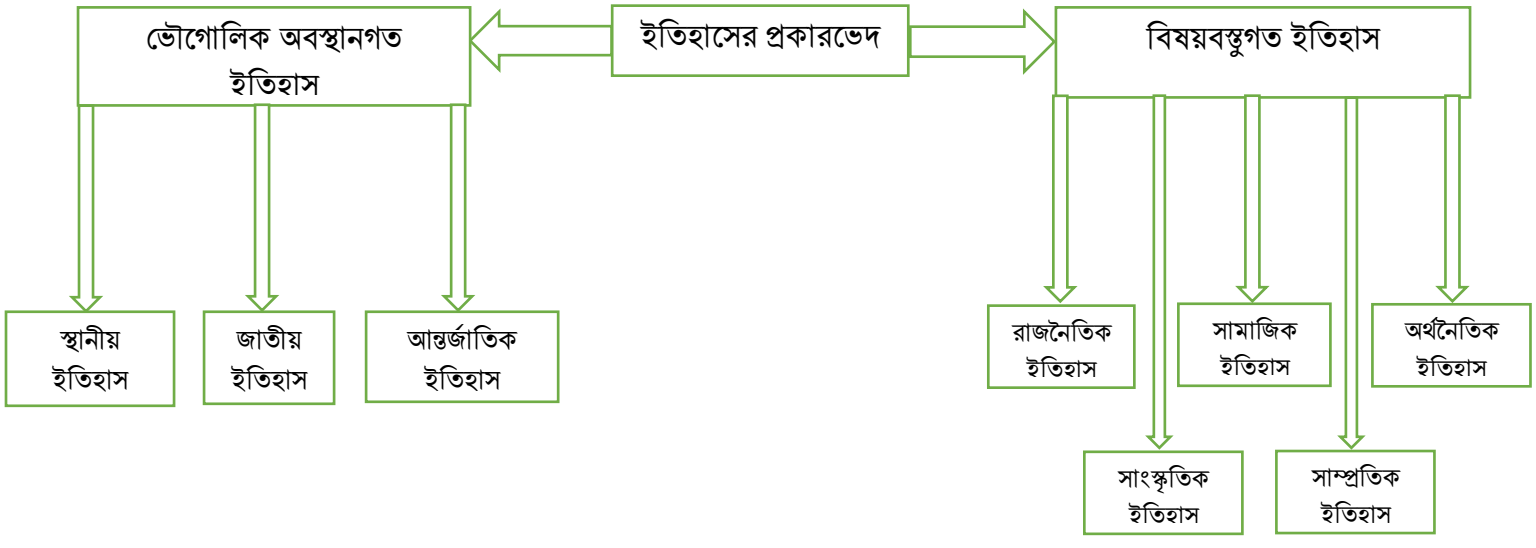

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ইতিহাসের গ্রহনযোগ্য সংজ্ঞা দাও।
উঃ নিম্নে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের সংজ্ঞা তুলে ধরা হলোঃ
র‍্যাপসনঃ "ইতিহাস হলো ঘটনার বৈজ্ঞানিক এবং ধারাবাহিক বর্ণনা"
লিওপোল্ড ফন র‍্যাংকেঃ "প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিল তার অনুসন্ধান ও তার সত্য বিবরণই ইতিহাস"
সুতরাং বলা যায় যে, অনাদিকাল ধরে মানব সমাজের যে অন্তহীন পথচলা তার বৈজ্ঞানিক ও ধারাবাহিক বিবরণই ইতিহাস।

প্রঃ হেরোডোটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয় কেন?
উঃ হেরোডোটাসের জীবদ্দশায় গ্রীস ও পারস্যের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। হেরোডোটাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানাবার জন্য উক্ত যুদ্ধের কারণ, যুদ্ধের ঘটনাসমূহ এবং যুদ্ধের ফলাফলসহ যুদ্ধের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন এবং গ্রন্থটির নামকরণ করেন 'Historia' । হেরোডোটাসই সর্বপ্রথম বিশ্বে কোন ঘটনাকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে ইতিহাস রচনার ধারণা বিশ্ববাসীকে প্রদান করেছিলেন। তাই তাকে ইতিহাসের জনক বলা হয়।

প্রঃ ইতিহাসের উপাদান বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
উঃ যে সকল বস্তু ও উপকরণ আমাদেরকে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায় সহায়তা করে সে সকল বস্তু ও উপকরণকে ইতিহাসের উপাদান বলা হয়।
ইতিহাসের উপাদান ২ প্রকার; যথা- ক) লিখিত উপাদান খ) অলিখিত উপাদান।
নিচে উদাহরণসহ লিখিত ও অলিখিত উপাদানের সংজ্ঞা প্রদান করা হলোঃ
লিখিত উপাদানঃ যে সকল উপাদান ইতিহাস রচনায় স্পষ্টভাবে তথ্য সরবরাহ বা প্রদান করে থাকে সে সকল উপাদানকে ইতিহাসের লিখিত উপাদান বলা হয়।
যেমনঃ বিভিন্ন লেখকদের লেখা সাহিত্য, পর্যটক ও পরিব্রাজকদের লেখা ভ্রমণ কাহিনী বা তাঁদের লেখা বিবরণ, দলিল-দস্তাবেজ, চিঠি-পত্র প্রভৃতি।
অলিখিত উপাদানঃ যে সকল উপাদান থেকে ইতিহাস রচনার জন্য স্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না কিন্তু অনুসন্ধানমূলক বিশ্লেষণ ও গবেষণার মাধ্যমে অনুমানের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়; সে সকল উপাদানকে ইতিহাসের অলিখিত উপাদান বলা হয়।
যেমনঃ মুদ্রা, শিলালিপি (পাথরের উপর খোদাই করে লেখা পাথরকে শিলালিপি বলা হয়), স্তম্ভলিপি, তাম্রলিপি, ইমারত, প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি।
(বিঃদ্রঃ ইতিহাসের অলিখিত উপাদানসমূহ অধিকাংশই যাদুঘরে সংরক্ষতি থাকে)

প্রঃ ইতিহাসের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখ।
উঃ মানুষ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। মানুষের সাথে সম্পর্ক নেই এমন কোন বিষয় ইতিহাসের আওতাভুক্ত নয়।

প্রঃ ইতিহাসের বৈশিষ্টসমূহ লিখ।
উঃ নিম্নে ইতিহাসের বৈশিষ্টসমূহ তুলে ধরা হলোঃ
@ ইতিহাস অতীতমুখী
@ মানুষ ও মানবসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহই কেবল ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত
@ ইতিহাস আবেগ ও অতিকথন বিবর্জিত শাস্ত্র
@ ইতিহাস চলমান
@ ইতিহাস নিরপেক্ষ

অনুধাবনমুলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ইতিহাসের পরিসীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত?
উঃ ইতিহাসের নির্দিষ্ট কোন পরিসীমা নেই। মানুষের পদচারনা যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ইতিহাসের পরিসীমাও ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এমনকি মানুষের চিন্তা চেতনা যে পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম ইতিহাসের পরিসীমাও ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রঃ ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনিয়তা ব্যাখ্যা কর।
উঃ অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষতে নির্ভুলভাবে পথ এগিয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন। শুধু ব্যার্থতা বা ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যই ইতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন তা নয় বরং অতীতের সাফল্য ও বিজয় থেকে অনুপ্ররণা নিয়ে ভবিষ্যতে বহুগুণ বেশি উৎসাহ নিয়ে পথ চলার জন্যও ইতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন।
নিম্নে ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনিয়তা তুলে ধরা হলোঃ
@ ইতিহাস পাঠ করলে জ্ঞান ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পায়
@ ইতিহাস পাঠে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়
@ ইতিহাস দৃষ্টান্তের সাহায্যে শিক্ষা দেয়

উচ্চতর দক্ষতামুলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ অলিখিত উপাদানসমূহ কিভাবে ইতিহাস রচনায় সহায়তা করে থাকে? দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।
উঃ সাধারণত যে সকল উপাদান ইতিহাস রচনায় স্পষ্টভাবে তথ্য প্রদান করতে সক্ষম নয় সে সকল উপাদানকে ইতিহাসের অলিখিত উপাদান বলা হয়ে থাকে। এ সকল উপাদানকে বিশ্লেষণ ও গবেষণার পর গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে অনেক সময় ইতিহাস রচনা করা হয়।
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় নরসিংদী জেলার উয়ারী বটেশ্বর প্রত্নস্থলের কথা। এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরাতন। কিন্তু ঐ অঞ্চলের ইতিহাস রচনার জন্য আমাদের কাছে আড়াই হাজার বছর পূর্বের কোন লিখিত উপাদান নেই। এই অবস্থায় আমরা উয়ারী বটেশ্বর ধ্বংসস্তুপ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুগুলো গবেষণা করার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, ঐ সকল বস্তুগুলো মূলত ঐ অঞ্চলের নগর সভ্যতার দিকে ইঙ্গিত করে। সুতরাং উয়ারী বটেশ্বর প্রত্নস্থলটি প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে এখানকার নগর সভ্যতার কথা ঘোষণা করে। ঠিক একইভাবে বিভিন্ন মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতি ইতিহাসের অলিখিত উপাদান পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে সে সময়ের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়; যা আমাদেরকে পরোক্ষভাবে তথ্য ও প্রমানাদি সরবরাহ করে অজানা ইতিহাস জানতে সহায়তা করে এবং ইতিহাস পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মোঃ সফর আলী
প্রভাষক (ইতিহাস)
রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ
কাজীহাটা, রাজশাহী